''সমগ্র খেলার আধার - লাইট আর বিন্দু (শিব জয়ন্তীর বিশেষ উপলক্ষে)

আজ ত্রিমূর্তি শিববাবা প্রত্যেক বাচ্চার মস্তকে তিন তিলক দেখছেন। বাচ্চারা সবাই হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করতে এসেছেন। সুতরাং ত্রিমূর্তি শিব বাবা অর্থাৎ জ্যোতির্বিন্দু বাবা বাচ্চাদের ললাটে তিন বিন্দুর তিলক দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। সমস্ত জ্ঞানের সার হলো এই তিলক। এই তিন বিন্দুতে জ্ঞান-সাগরের সমগ্র সারাংশ ভরা আছে। সমুদয় জ্ঞানের সার তিনটে বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান - পঠন-পাঠন, আত্মা আর ড্রামা অর্থাৎ রচনা। আজকের স্মারক দিবসও শিব অর্থাৎ বিন্দুর। বাবাও বিন্দু, তুমিও বিন্দু আর রচনা অর্থাৎ ড্রামাও বিন্দু। সুতরাং তোমরা সব বিন্দু, বিন্দুর জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন করছ। বিন্দু হয়ে উদযাপন করছো তো না ! প্রকৃতির সমস্ত খেলাও দুই বিষয়ের - এক, বিন্দু আর দ্বিতীয় জ্যোতি অর্থাৎ লাইট। বাবাকে শুধু বিন্দু নয় বরং জ্যোতির্বিন্দু বলা হয়। রচনাও জ্যোতির্বিন্দু আর পার্টধারী তোমরাও জ্যোতির্বিন্দু, নাকি শুধু বিন্দু ! আর সম্পূর্ণ খেলাটাই দেখ - যে কার্যই করা হয় তার আধার হলো লাইট। আজ দুনিয়ায় যদি লাইট ফেল (fail) হয়ে যায় তবে এক সেকেন্ডে দুনিয়াকে দুনিয়া বলে মনে হবে না। যে কোনো সুখের আধার কী? লাইট। রচয়িতা নিজেও লাইট। আত্মা আর পরমাত্মার লাইট অবিনাশী। প্রকৃতির আধারও লাইট, কিন্তু প্রকৃতির লাইট অবিনাশী নয়। সুতরাং সম্পূর্ণ খেলা বিন্দু আর লাইটের। আজকের স্মারক দিবসকে বিশেষ নিরাকার রূপে উদযাপন করা হয়। কিন্তু তোমরা কীভাবে উদযাপন করবে? তোমরা সব বিশেষ আত্মার উদযাপনও তো বিশেষ, তাই না ! এই রকম কখনো ভেবেছিলে যে, 'আমরা আত্মারা এমন পদ্মাপদম ভাগ্যবান যে ডিরেক্টলি ত্রিমূর্তি শিব বাবার সাথে সাকার রূপে জয়ন্তী উদযাপন করবো !' কখনো স্বপ্নেও সঙ্কল্প ছিলো না। দুনিয়ার মানুষজন স্মৃতিচিহ্নের জয়ন্তী প্রস্তরমূর্তির সাথে উদযাপন করে আর তোমরা বাবাকে চেতনায় অবতরণ করিয়ে জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন করো। তাহলে, শক্তিশালী কে হলো - বাবা নাকি তোমরা? বাবা বলেন, প্রথমে তোমরা। যদি বাচ্চারা না থাকতো তাহলে বাবা এসে কী করতেন ! তাইতো, বাবা বাচ্চাদের অভিনন্দিত করেন - তোমাদের মনের ভালোবাসার অভিনন্দন। বাবাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ, অতএব, বাবাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করার অভিনন্দন।

সেইসঙ্গে বিশ্বের সকল আত্মার প্রতি করুণাময় বিশ্ব-কল্যাণকারীর শুভভাবনা-শুভকামনার দ্বারা বিশ্বের সামনে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য অভিনন্দন। বাপদাদা সব বাচ্চার উৎসাহের উৎসব দেখছিলেন। সেবা করা অর্থাৎ উৎসাহের সাথে উৎসব পালন করা। তোমরা যতটা মহান অসীম সেবা করো, ততোটাই মহান তোমাদের অসীম উৎসবের উদযাপন। সেবার অর্থ কী ? সেবা কেন করো ? আত্মাদের মধ্যে বাবার পরিচয় দ্বারা উৎসাহ বাড়ানোর জন্য। যখন সেবার প্ল্যান বানাও তো এই উৎসাহ তো থাকে, তাই না যে, শিঘ্রাতিশীঘ্র বঞ্চিত আত্মাদের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাই, আত্মাদের খুশির ঝলকের অনুভব করাই। এখন, যখনই তোমরা অন্য আত্মাকে দেখছ - আজকের দুনিয়ায় তারা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, কিন্তু প্রত্যেক আত্মার প্রতি দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কী সঙ্কল্প ওঠে ? ইনি প্রাইম মিনিস্টার, ইনি রাজা - এটাই দেখ তোমরা, নাকি আত্মার সাথে মিলিত হও অথবা আত্মাকে দেখ ? শুভ ভাবনা উৎপন্ন তো হয় যে, এই আত্মাও যেন বাবার থেকে অঞ্জলিভরে প্রাপ্তিলাভ করে। এই সঙ্কল্পের সাথে মিলিত হও তোমরা, তাই না! যখন এই শুভভাবনা উৎপন্ন হয়, শুধুমাত্র তখনই তোমাদের শুভ ভাবনার ফল, অনুভব করার শক্তি সেই আত্মার প্রাপ্ত হবে। শুভ ভাবনা তোমাদের, কিন্তু তোমাদের ভাবনার ফল তাদের প্রাপ্ত হয়ে যায়, কারণ তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার শুভ ভাবনার সঙ্কল্পে অনেক শক্তি আছে। তোমরা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতিটা শুভ সঙ্কল্প সৃষ্টিতে বায়ুমন্ডলের রচনা করে। বলা হয় সঙ্কল্পের দ্বারা সৃষ্টি, তাই না ! এই শুভ ভাবনার শুভ সঙ্কল্প চারিদিকের বাতাবরণ অর্থাৎ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়, সেইজন্য আগত আত্মাদের সবচেয়ে ভালো অনুভব হয়, এক অনুপম ও অভিনব (ন্যারা) দুনিয়া অনুভূত হয়। অল্প সময়ের জন্য তোমাদের শুভ সঙ্কল্পের ভাবনার ফলে তারা মনে করে যে, এই স্থান স্বতন্ত্র ও প্রিয় স্থান, এরা স্বতন্ত্র ও প্রিয় ফরিস্তা আত্মা। যেমনই আত্মা হোক, তবুও অল্প সময়ের জন্য উৎসাহে এসে যায়। তাহলে, সেবার অর্থ কী হলো? উৎসব পালন করা অর্থাৎ উৎসাহে নিয়ে আসা। হতে পারে কোনও স্থূল কর্ম করছ, হয় বাণীর দ্বারা অথবা সঙ্কল্পের দ্বারা, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা কার্য, প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা বোল উৎসব, কারণ তোমরা উৎসাহের সাথে করো আর অন্যকে উৎসাহিত করো। এই স্মৃতির দ্বারা কখনো ক্লান্ত হবে না, বোঝা মনে হবে না। মাথা ভারী হবে না, নিরুৎসাহ হবে না। যখন কারও ক্লান্তিবোধ হয় অথবা বুদ্ধি (হৃদয়) অলস হয় তখন দুনিয়ার লোকে কী করে ! কোনও না কোনও বিনোদনের স্থানে চলে যায়। বলে - আজ মাথা খুব ভারী, সেইজন্য একটু চিত্ত-বিনোদনের

প্রয়োজন। উৎসবের অর্থই হলো আনন্দ উদযাপন করা। ভোজনপান করো আর আনন্দ করো - এটাই উৎসব। ব্রাহ্মণের তো প্রতি মুহূর্ত উৎসব, প্রতি কর্মেই উৎসব। উৎসব পালন করতে ক্লান্তি আসে কি? এখানে, মধুবনে যখন বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম করো - যদি ১১ টা বেজে যায় তবুও তোমরা বসে থাকো। ক্লাস চলাকালীন ১১ টা বেজে গেলে তো ক্লাসের অর্ধেক চলে যায়। আমোদ-প্রমোদ ভালো লাগে তাই না ? অতএব, সেবাও উৎসব- এই বিধিতে সেবা করো। নিজেও উৎসাহে থাকো, সেবাও উৎসাহের সাথে করো, অন্য আত্মাদেরও উৎসাহিত করো তো কী হবে? যে সেবাই করবে তার দ্বারা অন্য আত্মাদেরও উৎসাহ বাড়তে থাকবে। এমন উৎসাহ আছে তোমাদের, নাকি শুধু মধুবনে থাকা পর্যন্ত স্থায়ী হয় ? ফিরে যাওয়ার পর সার্কমস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) দেখা দেবে ? উৎসাহ এমন একটা বিষয় যে, পরিস্থিতি তার সামনে কিছুই নয়। যখন আগ্রহ কমে যায় তখন পরিস্থিতি আঘাত করে। যদি উৎসাহ থাকে তাহলে পরিস্থিতি আঘাত করবে না, তোমাদের কাছে সমর্পণ হয়ে যাবে।

আজ উৎসব উদযাপন করতে এসেছ, তাই না ! শিব জয়ন্তীকে উৎসব বলা হয়। উৎসব উদযাপন করতে আসনি, বরং "প্রতিটা মুহূর্ত উৎসব" - এটা আন্ডারলাইন করতে এসেছ। যদি তোমাদের শক্তি না থাকে, মনে করো তোমাদের শরীরে শক্তি নেই, ধনের শক্তি কম হওয়ার কারণে মনে তোমাদের ফীল হয় যে, এতো হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু উৎসাহ এমন একটা বিষয় যে, সেটা যদি তোমার মধ্যে থাকে তাহলে অন্যরাও উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে তোমার সহযোগী হয়ে যাবে। ধনেরও যদি অভাব হয় তাহলে কোথাও না কোথাও থেকে এই উৎসাহ ধনকে টেনে আনবে। উৎসাহ এমনই চুম্বক যা ধনকেও টেনে আনবে। সাথীদেরকেও টেনে নিয়ে আসবে, সফলতাকেও টেনে নিয়ে আসবে। যেমন ভক্তিতে বলা হয় না যে - সাহস (হিম্মত), উৎসাহ ধুলোকেও ধনে পরিণত করে। এতটাই পরিবর্তন হয়ে যায় ! উৎসাহ এমন অনুভূতি যে, কোনও আত্মার দুর্বল সংস্কারের প্রভাব তোমার উপর পড়তে পারে না। তুমি তাদের প্রভাবিত করবে, কিন্তু তাদের প্রভাব তোমার উপরে খাটবে না। যা কষ্ট-কল্পনাতেও হবে না তা' সহজভাবে বাস্তবায়িত (সাকার) হয়ে যাবে। সব সেবাধারীদের প্রতি বাপদাদার এটা গ্যারান্টির বরদান। বুঝেছ?

বাপদাদা খুশি, একাগ্রতার সাথে সেবার প্ল্যানস ভালোই বানাচ্ছ। সংস্কারের মিল করানো অর্থাৎ সম্পূর্ণতাকে সমীপে নিয়ে আসা আর সময়কে সমীপে নিয়ে আসা। বাপদাদাও দেখছেন - প্রত্যেকে সুন্দরভাবে সংস্কার মিলনের রাস করছিলো, তার সুন্দর সৌরভ আসছিল। তাহলে, সদা কীভাবে থাকতে হবে ? উৎসব উদযাপন করতে হবে, উৎসাহে থাকতে হবে। নিজে করতে না পারলেও অন্যকে উৎসাহিত করো, তবে অন্যের উৎসাহ তখন তোমাকেও উৎসাহে নিয়ে আসবে। নিমিত্ত হওয়া বড়রা তো এইরকমই করে, তাই না ! অন্যের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করা অর্থাৎ নিজেকে উৎসাহে নিয়ে আসা। কখনো বাই চান্স তোমাদের মধ্যে ১৪ আনা উৎসাহ থাকে তো অন্যদেরকে ১৬ আনা উৎসাহিত করো, তাহলে তোমাদেরও ২ আনা উৎসাহ বেড়ে যাবে। ব্রহ্মাবাবার বিশেষত্ব কী ছিলো? যখন কয়লাও যদি নিয়ে আসতে হতো সেটাও উৎসাহের সাথে, মনোরঞ্জনের সাথেই করতেন। (৩৫ ওয়াগন কয়লা আসার ছিলো, বাপদাদা মুরলীতে কয়লার বিষয়ে বলছিলেন আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সংবাদ এল যে, ৩৫ ওয়াগন কয়লা আবু রোডে পৌঁছে গেছে।) আচ্ছা !

পাণ্ডবরা সবাই কী করবে ? সদা উদ্যম-উৎসাহে থাকবে, তাই না ! তোমাদের উৎসাহ কখনো হ্রাস হতে দিও না। তোমাদের এখনকার উৎসাহের কারণেই তোমাদের জড়-চিত্রের সামনে গিয়ে মানুষ প্রথমে উৎসাহ তারপর সাহস সঞ্চয় করে যে কোনো কার্য শুরু করে। তোমরা এতটাই উৎসাহ পূর্ণ আত্মা যে তোমাদের জড় চিত্রও অন্যদেরকে উৎসাহ আর সাহস প্রদান করে যাচ্ছে ! পাণ্ডবদের মহাবীরের চিত্র কতো প্রসিদ্ধ ! যারা নির্বল তারা শক্তি নেওয়ার জন্য মহাবীরের কাছে যায়। আচ্ছা !

চারিদিকের অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান সব বাচ্চাকে, যারা সদা জ্যোতির্বিন্দু হয়ে জ্যোতির্বিন্দু বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, যাদের হৃদয়ে সদা বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা হিল্লোলিত হয় - এমন বাবার তথা বাচ্চাদের হিরেতুল্য জন্ম-জয়ন্তীর অভিনন্দন। তারা সদা অভিনন্দনের সাথে ওড়ে আর সদা উড়তে থাকবে - এইরকম যারা সদা উৎসাহে থাকে, সবসময় উৎসব উদযাপন করে আর সবাইকে উৎসাহ দিতে থাকে, সেই মহান শক্তিশালী আত্মাদের ত্রিমূর্তি শিব বাবার স্মরণ-স্নেহ, অভিনন্দন আর নমস্কার।

ডবল বিদেশি ভাই-বোনেদের গ্রুপের সাথে সাক্ষাৎ - বাবা আর বাচ্চাদের হৃদয়ের সূক্ষ্ম কানেকশন এতটাই যে, কারও শক্তি নেই যা আলাদা করতে পারে। সর্বাপেক্ষা বড় নেশা বাচ্চাদের এটাই থাকে যে, দুনিয়া তো বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু বাবা কা'কে স্মরণ করে ! বাবাকে তো তবুও আত্মারা স্মরণ করে কিন্তু তোমরা সব আত্মাকে কে স্মরণ করে ! কত বড়

নেশা ! এই নেশা সদা থাকে ? কম-বেশি হয় না তো ? কখনো উড়ছ, কখনো উর্ধ্বগামী তো কখনো চলছ...এই রকম নয় তো ? না তোমরা পিছনে যাও, না থেমে থাকো, কিন্তু তোমাদের স্পীড চেঞ্জ হয়ে যায়। বাপদাদা সদা বাচ্চাদের খেলা দেখতে থাকেন - কখনো তোমরা হাঁটতে শুরু করো, কিন্তু তারপরে কী হয়, কোনো না কোনো এমন সার্কমস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যায়, তখন এমন হয় যেন কেউ ধাক্কা দেওয়ায় আবার চলতে থাকলে, ড্রামা অনুসারে এমন কোনো না কোনো বিষয় হয় যা আবার উড়তি কলার দিকে নিয়ে যায়, কেননা, ড্রামা অনুসারে তোমাদের নিশ্চয়বুদ্ধি পাকাপোক্ত, হৃদয়ে সঙ্কল্প করে নিয়েছ যে, বাবা আমার, আমি বাবার, সুতরাং এমন আত্মাদের আপনা থেকেই সহায়তা লাভ হয়। সহায়তা লাভ করতে কত সময় লাগে ? (এক সেকেন্ড) দেখ ফটো তোলা হচ্ছে। বাবার ক্যামেরা সেকেন্ডে সবকিছু তুলে নেয়। যা কিছু হয়ে যাক কিন্তু বাবা আর সেবার থেকে কখনো সরে যেও না। স্মরণ করায় বা ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে যদি মন নাও লাগে তবুও বাধ্যতামূলক হিসেবে শুনতে থাকো, যোগ লাগাতে থাকো ঠিক হয়ে যাবে। কারণ মায় ট্রায়াল (পরীক্ষা) করে - এ' যদি সামান্য একটু সরে যায় তাহলে আমি এর কাছে যেতে পারবো। অতএব, কখনো সরে যেও না। কখনো নিয়মচ্যুত হতে দিও না। নিজের পঠন-পাঠন, অমৃতবেলা, সেবা - দিনচর্যায় যে নিয়মাবলী তৈরি হয়েছে, তা'তে যদি মন নাও লাগে, তবুও দিনচর্যার কিছু মিস্ করো না। ভারতে বলা হয়, যত বিধি তত প্রাপ্তি। সুতরাং এই যে বিধি তথা নিয়ম তৈরি হয়েছে তা' কখনো মিস্ ক'রো না। দেখ, তোমাদের ভক্ত এখনো তোমাদের নিয়ম পালন করছে। এমনকি, মন্দিরে যাওয়ার মন নেই তবুও অবশ্যই যাবে। তারা কার থেকে এটা শিখেছে? তাদেরকে তোমরা শিখিয়েছ, শিখিয়েছ না ! সদা এই অনুভব করো, মর্যাদা তথা নৈতিকতার যে সীমা বা নিয়ম তৈরি হয়েছে, তা আমরা তৈরি করেছি। তোমরা তৈরি করেছ নাকি সেইসব তৈরি হওয়াই ছিলো? তোমরা ল'-মেকার্স, মনে নেই? অমৃতবেলায় ওঠা, এটা তোমাদের মন মানে, নাকি এই নিয়ম তৈরি হয়ে আছে সেইজন্য সেটা তোমরা অনুসরণ করছো - তোমরা নিজেরা অনুভব করে সেই অনুসারে চলেছ, নাকি ডিরেকশন বা নিয়ম তৈরি হয়ে আছে সেই জন্য অনুসরণ করছ? তোমাদের মন এটা মানে, মানে না ! তাহলে, মন যা মানে, তা' কি মন তৈরি করেনি ! করতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতায় চলছো না তো ! এই সবকিছু মনের পছন্দ? পছন্দ তাই না ! কারণ, যা খুশির সাথে করা হয় তা' বন্ধনযুক্ত হয় না। এখানে, বাবা আদি, মধ্য, অন্ত - তিনকালের নলেজ দিয়ে দিয়েছেন। যা কিছু করো তিনকালকে জেনে সেই খুশিতে করো। বাবা দেখেন, বাচ্চারা চমৎকার করছে। বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা অটুট, সেইজন্য কোনও কিছু ঘটলেও তোমরা উড়তে থাকো। বাবার প্রতি ভালোবাসায় সবাই ফুল পাস। পঠন-পাঠনে নম্বরক্রমে হও, কিন্তু ভালোবাসায় তোমরা নম্বর ওয়ান। সেবাও ভালো করে, কিন্তু কখনো কখনো সামান্য খেলাও দেখায়। বাবার প্রতি যেরকম প্রীতি-ভালোবাসা আছে, মুরলীর সাথেও সেইরকম প্রীতি আছে? যখন থেকে এসেছ তখন থেকে কতগুলো হবে, মুরলী মিস্ করেছ? কখনো কোনো অজুহাতে সেইভাবে ক্লাস মিস্ করেছ? ঠিক যেমন বাবাকে স্মরণ করা মিস্ করতে পারো না, সেইরকমই পড়াও অবশ্যই মিস্ ক'রো না। এতেও নম্বর ওয়ান হতে হবে। বাবার রূপে স্মরণ, শিক্ষকের রূপে পড়াশোনা আর সদ্গুরুর রূপে প্রাপ্ত বরদান কার্যে প্রয়োগ করা - এই তিন বিষয়েই নম্বর ওয়ান হওয়া উচিত। বরদান তো সবারই প্রাপ্ত হয়, তাই না ! কিন্তু সময়মতো বরদানকে কার্যে লাগানো - একে বলে বরদান থেকে লাভ নেওয়া। সুতরাং এই তিন বিষয়েই চেক করো যে, আদি থেকে এখন পর্যন্ত এই তিন বিষয়ের কতটা পর্যন্ত পাস করেছো, তবেই বিজয়মালার দানা হবে। আচ্ছা !

বাচ্চাদের নিশ্চয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বাপদাদা খুশি। বাপদাদা প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখছেন। বাপদাদা যখন দেখেন যে, কত ভালোবাসায় তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ, পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে হয় না, প্রসন্নতার সাথে এগিয়ে চলেছো - তখন তিনি খুশি। বাপদাদার কাছে তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষত্বের লিস্ট আছে। বুঝেছ? আচ্ছা !

বিদায়কালে - আজ বাপদাদা আর অনেক বাচ্চার জন্ম-দিবসের পদম্ গুণ অভিনন্দন। চারিদিকের বাচ্চাদের জন্ম-দিবসের পদম্ গুণ অভিনন্দন। চারিদিকের সব বাচ্চার হৃদয়ের স্মরণ-স্নেহ আর সেই সঙ্গে স্থূল স্মারক রূপে স্নেহভরা পত্র আর কার্ডস বাপদাদা পেয়েছেন। সকলের হৃদয়ের আওয়াজ বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। দিলারাম বাবা বড় হৃদয়ের তথা সহৃদয় বাচ্চাদের অতি উদারচিত্তে অনেক-অনেক-অনেক স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। পদম্ গুণ বলাও বাচ্চাদের স্বমানের সামনে কিছুই নয়, সেইজন্য ডায়মন্ড নাইটের ডায়মন্ড বর্ষার সাথে অভিনন্দন। সবাইকে স্মরণ-স্নেহ আর সদা ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকার জন্য অভিনন্দন। আচ্ছা, ডায়মন্ড মর্নিং।

বরদানঃ- অকল্যাণকর দৃশ্যেও (সীনেও) কল্যাণের অনুভব করে সদা অচল-অনড় থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি ভব

ড্রামায় যা কিছু হয়, তা' কল্যাণকারী যুগের কারণে সব কল্যাণকারী, অকল্যাণেও কল্যাণ যদি দেখতে পাও, তবেই বলা হবে নিশ্চয়বুদ্ধি। পরিস্থিতির সময়ই স্থিতির পরখ হয়। নিশ্চয়ের অর্থ হলো - সংশয়ের লেশমাত্র না থাকা। যা কিছুই হয়ে যাক কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধিকে কোনও পরিস্থিতি চাঞ্চল্যের মধ্যে নিয়ে আসতে

পারে না। চাঞ্চল্যে আসা মানে দুর্বল হওয়া।

স্লোগানঃ- পরমাত্ম-ভালোবাসার যোগ্য হও তবেই সহজে মায়াজিত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;